R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ ৪১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৪ সাল। ৪ঠা মার্চ, ১৯৯৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক ৪০ টাকা

অপ্রত্যাশিত ব্যবধানে বিজয়ী সিপিএমের আবুল হাসনাত খান

বিশেষ সংবাদদাতা : অবশেষে জঙ্গিপুর ছিনিয়ে নিলো সিপিএম! নির্বাচন ঘোষণার দিন থেকে গণনা শুরুর আগে পর্যন্ত যে কেন্দ্র নিয়ে যুযুধান দুটি রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীরা আশায় আশায় ছিলেন, জনতার শেষ বিচারের রায়ে সে কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ নির্বাচিত হলেন আবুল হাসনাৎ খান। তিনি তাঁর নিকটতম কংগ্রেস প্রার্থী আবু হাসেম খান চৌধুরীকে ৭২,৫১৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। নির্বাচনে জিতবই বললেও এই ব্যবধানের স্বপ্ন কোনও অন্ধ সিপিএম ভক্তও দেখেননি। কিন্তু রাজ্যের সামগ্রিক ভোটের হাওয়াতে না ভাসা এ কেন্দ্রের ৩,৯৪,৮০৬ জন ভোট দিয়েছেন সিপিএমকে। অপরদিকে কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ৩,২৩,২৭২ ভোট। রাজ্যের সর্বত্র ঘাস ফুলের বাড়বাড়ন্ত হলেও জঙ্গিপুরে ঘাসফুল তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। তাঁরা পেয়েছেন ৯৮,৬১৭টি ভোট, যার ৯৫ শতাংশ বিজেপির ভোট। সে অর্থে তৃণমূল মূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে ডাকাতি করে উঠতে পারেনি। সিপিএমের জঙ্গিপুর জয়ের অন্যতম সেনাপতি জোনাল সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য এই জয়ের জন্য সকলকে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। দলের এই অপ্রত্যাশিত ফলের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দলীয় দপ্তরে সাংবাদিকদের জানালেন, তারা ৪০ থেকে ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতবেন বলে ধারণা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম ভোটের একটা বড়ো অংশ তাদের দিকে ঢলে পড়ায় এবং তৃণমূল বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক পুরোটাই পাওয়াতে ব্যবধান প্রত্যাশার থেকে ২২ হাজার বেড়েছে। (২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এবারের জঙ্গিপুরের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদক : মানুষের লড়াই ও গণ-আন্দোলনের সাথী জঙ্গিপুর কেন্দ্রের এবারের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান। দ্বাদশ লোক-সভায় নতুন মুখ। ইতিহাস ও ইংরেজিতে এম-এ, এই সিপিএম নেতা ষাটের দশক থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে জঙ্গিপুর কলেজে পড়ার সময় থেকে ছাত্রযুব আন্দোলন ও পরে শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে আসেন হাসনাৎ খান। মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনে হাসনাৎ খান বর্তমানে বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সদস্য। ধুলিয়ানে বিড়ি শ্রমিক হাসপাতালের কাজেও তিনি অগ্রণী ভুমিকা নেন। ফরাক্কায় এনটিপিসি তৈরীর প্রথম পর্যায় থেকে নানা সময়ে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন তিনি। কখনও প্রকল্পের জন্য জমি সংগ্রহে, (শেষ পৃষ্ঠায়)

শৃঙ্খলাহীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ কংগ্রেসের কঙ্কাল বেড়িয়ে পড়ল জঙ্গিপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : এ বছর দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের দখলে থাকা জঙ্গিপুর আসনটি কংগ্রেসেরই দোষে হাতছাড়া হয়ে গেল। পরাজয়ের কারণ হিসাবে বিধায়করা যতই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটা, সিপিএমের রিগিং ইত্যাদিকে খাড়া করার চেষ্টা করুন না কেন, বাস্তবে পরাজয়ের দায়ভাগ মহকুমার বিধায়করা এড়িয়ে যেতে পারেন না। কর্মী, নেতা, বিধায়কদের আত্মভরিতা, চরম আত্মতুষ্টি, তৃণমূল প্রার্থীকে তুচ্ছ ভাবা এবং লাগামছাড়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই পরাজয়ের প্রকৃত কারণ বলে মনে হয়েছে। তৃণমূল জঙ্গিপুরে যে এমন থাবা বসাবে বিধায়ক হবিবুর রহমানও তা আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানান। এছাড়া নতুন ভোটারদের কাছে কংগ্রেস একেবারেই পৌঁছতে পারেনি। তার আফশোষ সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব করেছেন। এছাড়া সোহরাবের মতে মুসলিম রাজমিস্ত্রীরা ঈদের পর অনেকে বাইরে চলে যাওয়ায় বহু এলাকায় তাঁদের ভোট কম পড়েছে। এসইউসিআই-এর গতবারের ৮,৫০০ ভোটও পেয়েছে সিপিএম বলে সোহরাব মনে করেন। তবে নীচু স্তরের কংগ্রেস কর্মী ও নেতারা কংগ্রেসের এমন ভরাডুবিতে বিধায়কদের আন্তরিকভাবে এলাকায় না ঘোরা এবং চরম আত্মতুষ্টি ও উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন। এছাড়া জঙ্গিপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এক গোষ্ঠীর সভা সমাবেশ অন্য গোষ্ঠী কিভাবে ফ্লপ করাবে তার খেলাতেই মূলতঃ নেতারা মেতেছিলেন। নির্বাচনের মুখে তাই স্থানীয় নেতা (৩য় পৃষ্ঠায়)

রিটার্নিং অফিসারকে অভিযোগ জমা দিলেন গ্রামছাড়া এজেণ্ট

জঙ্গিপুর : সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে সেকেন্দ্রা হাই স্কুলের ২৪নং বুথের কংগ্রেস এজেণ্ট প্রকাশচন্দ্র সাহা গত ২৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার এ ডি এম গোপালিকার কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়ে এলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি আলি হোসেন মণ্ডল। গত ২২ ফেব্রুয়ারী লোকসভা নির্বাচনের দিন সিপিএম সমর্থকরা জোর করে বুথে এক একজন দশ-কুড়িটা করে ব্যালটে ছাপ মেরে বাক্সে ফেলে দিলেও প্রিসাইডিং অফিসার ফরাক্কা ব্যারেজের কর্মী তিমির দাস কোন বাধা দিতে পারেননি বলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার হজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার, শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার? মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৪ সাল।

।। গণতান্ত্রিক এই দেশে ।।

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এই ভারতের জনগণ দ্বাদশ লোকসভার নির্বাচনে তাঁহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন। ভোটপর্ব প্রায় সমাপ্ত। প্রদত্ত ভোটের ফলে কাহার ভাগ্যে কী দাঁড়াইল, এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায় নাই। সুতরাং আমাদের 'ভোটপর্ব' নিবন্ধ আর এক কিস্তি লেখা বাকি রইল।

বরাবরই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, লোকসভার অথবা বিধানসভার নির্বাচন এই দেশে অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপেক্ষা কিছুটা ইতরবিশেষ রকমের হইয়া থাকে। ভোটের শেষে জনগণ বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে অভিনন্দন লাভ করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যে ধরনের ভোট হয়, তাহাতে সুবিধাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলি শ্লাঘা অনুভব করিলেও বহু মানুষ তাহাতে সামিল হইতে পারেন না। ইহার পশ্চাতে অনেক কারণ বিদ্যমান।

১৯৯৮ এর লোকসভা নির্বাচনের বহু পূর্ব হইতে মানুষকে ভোট দিতে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য নানা বাণী শুনিতে হয়। নির্ভয়ে ভোট দিতে বলা হয়; ভোট দেওয়া শুধু সাংবিধানিক অধিকারই নয়, ইহা একটি পবিত্র কর্তব্য ইত্যাদি প্রচার করা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে তাহার কি উপযুক্ত প্রয়োগ হয়? ভোটাররা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন কি? ভোটের সময় কি সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হয় না? ভোট দিতে গিয়া প্রকৃত ভোটার কি জানিতে পারেন না যে, তাঁহার ভোট হইয়া গিয়াছে? ভোটার তালিকায় কোথাও কোথাও কি অসংখ্য ভৌতিক ভোটার সন্নিবেশিত হয় না? ভোটের সময় ভোটকেন্দ্রে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলি স্ব স্ব এলাকায় বুথ দখল, 'ছাপ্পা' ভোট, 'রিগিং' ইত্যাদির ব্যবস্থা করে না? বুথ জ্যামের দ্বারা ভোটদান বিলম্বিত করিয়া অপেক্ষমাণ ভোটারদের কি ধৈর্যচ্যুতি ঘটান হয় না? প্রশাসন তথা ভোটকর্মীদের উপর কি প্রভাব বিস্তার করা হয় না? অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটার সাজাইয়া কি ভোট প্রদান করা হয় না?

উপরিলিখিত প্রশ্নগুলি সারাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। তবে কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে দলের যেখানে আধিপত্য, সেই দল ভোটযুদ্ধে জিতিবার জন্য মরীয়া হইয়া উল্লেখিত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। নির্বাচন কমিশন ভোটের অনিয়ম বিবেচনা করিয়া কোথাও কোথাও পুনরায় ভোটের নির্দেশ প্রদান করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাপক হারে বুথ দখল, ছাপ্পা ভোটদান, রিগিং ইত্যাদি ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, অনভিপ্রেত দল যাহাতে জয়ী হইতে না পারে, তাহার জন্য এই ব্যবস্থা। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ ইত্যাদির প্রহসন হইয়াছে। তেমন বৃহদাকার সংঘর্ষ না হইলেও ছোটখাট ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে।

অতঃপর ভোট গণনার পালা। এই পর্বেও কিছু কিছু 'অপকর্ম' ঘটিয়া থাকে। ব্যালটপত্রের বাণ্ডিল লোপাট হয়; কোনও নির্দিষ্ট প্রার্থীর ব্যালটের বাণ্ডিলের উপরিভাগে অন্য প্রার্থীর ব্যালট গাঁথা হয়। এই সব কাজ সুকৌশলে চলে। বিজয়ীর মহামিছিল হয়। পরাজিত পক্ষ নানা কথা বলেন।

গণতন্ত্রের প্রকৃত বাস্তবায়ন কত দূরে, কে জানে?

আবুল হাসনাত খান (১ম পৃষ্ঠার পর)

শহরের বুকে বেশ কিছু কংগ্রেসী ভোট তৃণমূল পেয়েছে। অরঙ্গাবাদ বাদে এলাকার সব বিধানসভা ক্ষেত্রেই জয়যাত্রায় সিপিএম; এমনকি দুঃস্বপ্নের গণ্ডী নবগ্রামেও। গতবার অন্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে সামগ্রিকভাবে প্রায় ১৭০০ ভোটে এগিয়ে থেকেও কংগ্রেস নবগ্রামের ভোটের জোরে এ কেন্দ্র জয় করে। এবার সেই নবগ্রামেও সিপিএম ১১,৮৬০ ভোটে জিতেছে। অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলির ফলাফল তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, জঙ্গীপুরে সিপিএম ৯৬ এ ২৬৪৩ এর তুলনায় এবারে ১৭৬৬২টি ভোট বেশী পেয়েছে। সাগরদিঘীতে ৯৬ এর ৭৫৮২-র লিড বেড়ে হয়েছে ১৫২৮৯। সুতীতে ৯৬ এর ১০৮৩ ভোটের লিড বেড়ে হয়েছে ১০০৮৩। ফারাক্কাতে ৯৬-তে সিপিএম ৮১৮৬ ভোটে পিছিয়ে ছিল। এবার সেখানে সিপিএম ১৪০৭ ভোটে এগিয়ে। খড়গ্রামে লিড ৯৬ এ ৩৬৪৫ এর তুলনায় বেড়ে হয়েছে ১৭৬৭৪। একমাত্র অরঙ্গাবাদে এবারেও সিপিএমের বিজয় রথ থমকে গেছে। তবে সেটা গতবারের তুলনায় কম। গতবার সিপিএম এখানে ৫০৫৫ ভোটে পিছিয়ে ছিল, এবার তা কমে হয়েছে ২৭৪১। অরঙ্গাবাদে এই ফলের কারণ হিসাবে সিপিএম নেতৃত্ব বলছেন বিজেপির ৯১ এর ভোটের একটা বড় অংশ ৯৬ তে কংগ্রেস পেয়েছিল। এবার সে ভোটের অল্প কিছু অংশ তৃণমূল পেলেও কংগ্রেস অনেকটাই তার ভোট ধরে রাখতে পেরেছে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে অরঙ্গাবাদে ৯৬ তে কংগ্রেস ও সিপিএম পায় যথাক্রমে ৫৮,১৭৫ ও ৫৩,১২০ টি ভোট। এবারে সে জায়গায় দুই দল পেয়েছে যথাক্রমে ৫৭,১০৯ ও ৫৪,৬৬৮টি ভোট। অপরদিকে তৃণমূল পেয়েছে ৮৯১৪ ভোট। কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ হিসাবে নেতৃবৃন্দ ও সক্রিয় কর্মীরা রাজ্যে মানুষের অফিসিয়াল কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবের কথা বলছেন। যদিও এই কেন্দ্রের অন্তর্গত পাঁচটি বিধানসভা কংগ্রেসের দখলে। এর মধ্যে নবগ্রাম বাদ দিলে শোচনীয় অবস্থা জঙ্গীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের। এখানকার বিধায়ক হবিবুর রহমান নির্বাচনী ভরাডুবির কারণ হিসাবে তৃণমূলকে দায়ী করেছেন। তৃণমূল প্রার্থী সেখ ফুরকান এখানে ১৬২৪২ ভোট পেয়েছেন। নির্বাচনী দৌড়ে প্রথম থেকেই গুরুত্ব না দিলেও ফলাফল বিশ্লেষণে কংগ্রেসী নেতাদের মুখে বারবার তৃণমূলের নাম উঠে এসেছে। মুখে যাই বলুন না কেন প্রচারে ঢিলেমি, বিধায়কদের অতিরিক্ত আত্মতুষ্টি এবং মুসলিম ভোটের উপর বিশেষ নির্ভরশীলতা কংগ্রেসের এই ভরাডুবির কারণ বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। জনৈক কংগ্রেসী কর্মী বললেন, গণিখান চৌধুরীকে মুসলিম পকেট ভোট অঞ্চলে নিয়ে প্রচার করিয়েই ভুল হয়েছে। এতে শহরের হিন্দুরা একচেটিয়া ঘাসফুলে ভোট দিয়েছেন। নির্বাচনী ফলাফল যাই হোক না কেন আগামীতে কেন্দ্রে সরকারে যদি কংগ্রেস ও বামপন্থীরা হাত মেলায় তবে এ কেন্দ্রের মানুষদের কাছে কি জবাব দেবেন তার উত্তরে অবশ্য বিব্রত সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বললেন রাজ্যে তৃতীয় শক্তি হিসাবে বিজেপি-তৃণমূল জোটের উত্থান হলেও মুর্শিদাবাদ ব্যতিক্রমী জেলা, যেখানে লড়াই হয়েছে প্রথাগত দুই বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিএমে। সে কারণে কিছু অস্বস্তির সম্ভাবনা অমূলক নয়।

নেতাজী হলের দ্বারোদ্ঘাটন

জঙ্গীপুর: গত ২৭ ফেব্রুয়ারী জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত নেতাজী হলটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক জানান, হলটি একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাবে। নির্মাণে এখন পর্যন্ত ১,৬০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। পৌরসভার সামান্য দান ছাড়া সমস্ত টাকাই ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের কাছ থেকে সংগৃহীত। দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তবে হলে পাথরের ফলক লাগানো নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে কিছু শিক্ষকের মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

আর, এস, পি নেতা মাখন পালের স্মরণসভা

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় আর, এস, পি অফিসে কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে গত ২৫ ফেব্রুয়ারী আর, এস, পির প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য মাখন পালের প্রয়াণে এক স্মরণসভা হয়। সভায় মাখন পালের ঘটনাবহুল কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন অনিল মণ্ডল, প্রদীপ নন্দী, জাগ্রত রায়, রাধাগোবিন্দ মণ্ডল প্রমুখ। বক্তারা ভাষণে মাখনবাবুর মৃত্যুতে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল বলে উল্লেখ করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের ১৯৯৬ ও ৯৮ এর বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোট (বিধানসভা ওয়ারী)

দলের নাম	ফরাক্কা	অরঙ্গাবাদ	সুতী	সাগরদীঘি	জঙ্গিপুর	নবগ্রাম	খড়গ্রাম
সিপিএম '৯৬	৪৫,১৪৬	৫৩,১২০	৪৬,৭২৪	৫৭,৫৪৫	৫৭,৮৪৬		
১৯৯৮	৪৮,৫৪০	৫৪,৬৬৮	৫১,৩২৯	৫৬,১৫৬	৫৬,৯০০	৬৩,৮৬৫	৬৩,৩৪৮
কংগ্রেস (ই) '৯৬	৫৩,৩৩২	৫৮,১৭৫	৪৫,৬৪১	৪৯,৯৬৩	৫৫,২০৩		
১৯৯৮	৪৭,১৩৩	৫৭,১০৯	৪১,২৪৬	৪০,৮৬৭	৩৯,২৩৮	৫২,০০৫	৪৫,৬৭৪
বিজেপি '৯৬	১২,৭৫৯	৭,৯৭৩	২০,৪২১	৪,৮০৫	৬,৫৬৫		
এসইউসি '৯৬	৭৩৩	১৮৯০	৮৯০	৪৫৫	৩২৫৮	(সর্বমোট ৮,৫০০)	
তৃণমূল কংগ্রেস '৯৮	১৫,৫৭৩	৮,৯১৪	১৮,৬৮৮	১০,৭৮১	১৬,২৪২	১৫,৫৫১	১২,৮৬৯

১৯৯৮ সালে সমগ্র লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার—১০,৭১,১০৯
মহকুমার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে—৫,৭৯,১৯১
মহকুমার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট বৈধ ভোট —৫,৭০,১৩১

ভাইরাল হেপাটাইটিস (জণ্ডিস) থেকে বাঁচতে হলে

সাধারণত হেপাটাইটিস হয় হেপাটাইটিস ভাইরাস থেকে। এই ভাইরাস সংক্রামিত হয় জল ও খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে।

এই সংক্রমন থেকে বাঁচতে হলে এগুলি করা দকার:

পরিষ্কার, ঢাক্না দেওয়া এবং সরু মুখের কোন পাত্রে ধরে রাখা বিশুদ্ধ পানীয় জল খাওয়া।

বাজারের কাটা ফল বা সব্জী না খাওয়া।

কাঁচা সব্জী এবং ফল খাওয়ার আগে তা ভাল করে ধুয়ে নেওয়া।

খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নেওয়া।

মল, মূত্র ত্যাগের পর ভাল করে হাত ধুয়ে নেওয়া।

হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি' ভাইরাস ছড়ায় রোগী বা বাহকের শারীরিক তরল পদার্থের মাধ্যমে: এ থেকে নিজেকে বাঁচাতে এগুলি করা দরকার

- দেখবেন যেন ইনজেক্শন নেওয়ার সময় প্রতিবার একটি বীজানুমুক্ত আলাদা সিরিঞ্জ এবং সূচ ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের আগে কাঁচের সিরিঞ্জ এবং সূচ 20 মিনিট জলে ফুটিয়ে নেওয়া দরকার।
- কেবলমাত্র পাশ করা কোন ডাক্তার বললেই ইনজেক্শন নেওয়া।
- কোন অপারেশন করাতে হলে এমন নামকরা কোন হাসপাতালে যাওয়া উচিত যেখানে সাজসরঞ্জাম দুষিত না হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- যৌন সংসর্গের সময় কণ্ডোম ব্যবহার করা এবং অনিরাপদ যৌন সঙ্গম থেকে বিরত থাকা দরকার।
- রক্ত নিতে হলে অবশ্যই কোন রেজিষ্টার্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে নেবেন যেখানে সংগ্রহের আগে তাতে হেপাটাইটিস 'বি' এর বীজানু আছে কিনা দেখে নেওয়া হয়।

অবশ্য কর্তব্য:

- আপনার এলাকায় কোন জলের পাইপ ফেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটতম পৌর কর্তৃপক্ষকে তা জানান।
- আপনার এলাকায় কারোর জণ্ডিস হলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তা জানান
- হেপাটাইটিস 'বি' এর ইনজেক্শন বাজারে পাওয়া যায়। কি করে ঐ ইনজেক্শন নিতে হয়, সে ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

davp 97/703 Ben

বেড়িয়ে পড়ল জঙ্গিপুরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কালু খাঁ কংগ্রেসের ঝাণ্ডা নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় প্রণব মুখার্জীর সভা করলেও কোন বিধায়ক বা নেতা তাকে সমর্থন তো করেনইনি, বরং আড়ালে আবডালে হাসি-ঠাট্টা করেছেন। অনেক দায়িত্বশীল কর্মীর ধারণা ছিল দুই প্রান্তের দুই দাদা—অধীর চৌধুরী ও গণিখান এবং এলাকার বিধায়করা বিনা আয়াসেই নির্বাচনী বৈতরণী পার করে দেবেন। তবে নির্বাচনে খরচ খরচার ব্যাপারে দল ও প্রার্থী কোন কার্পণ্য তো করেননি, বরং গতবারের থেকে অনেক বেশী খরচ করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর। সেই টাকা প্রত্যেক বিধায়ক কতটা কিভাবে প্রচার কাজে ব্যবহার করেছেন সে নিয়ে এখন বহু কর্মী সন্দেহ প্রকাশ করছেন। মমতা ব্যানার্জী কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর স্থানীয় বেশ কিছু যুব কংগ্রেস কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লকে ব্লকে কমিটি গঠন করেন। পরে আবার তাঁরাই বিধায়কদের আশ্বাসে প্রদেশ কংগ্রেসের দিকে ঢলে পড়েন। ছুঁড়ে ফেলে দেন তৃণমূল কর্মী সেখ ফুরকান, তাজিলুর রহমানদের। তার বদলা যে জঙ্গিপুরে তৃণমূল এভাবে নেবে তা বিন্দুমাত্র আন্দাজও করতে পারেননি কংগ্রেসীরা। কিছু সুবিধাবাদী কংগ্রেস কর্মীর যখন তখন রং পাল্টানোর খেসারত যে হাসেম খানকে দিতে হবে—সেটা ঐ যাযাবর প্রার্থীর অজানা থাকাই স্বাভাবিক। তবে গণনার দিন রাতে জঙ্গিপুর ত্যাগের পূর্বে প্রার্থী হাসেম খানের আক্ষেপ, তাঁকে যাঁরা পরিচালনা করেছেন সেখানে নিশ্চয়ই কোথাও বিরাট একটা ফাঁক থেকে গেছে। যার ফলশ্রুতি এই ভরাডুবি।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৬৬২২৮

অভিযোগ জমা দিলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশের অভিযোগ। এমনকি প্রকাশের কোন অভিযোগ পত্র জমা নিতে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে বিধায়ক হরিবুর রহমানের চাপে অভিযোগ জমা নেন। এরপর থেকেই সিপিএম 'প্রকাশ গ্রামে ঢুকলে তাকে দেখে নেবে' বলে ক্রমাগত হুমকী দেওয়ায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করে প্রকাশ বহরমপুরে অভিযোগ জমা দিয়ে এলেন বলে জানান। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী খোদারামপুরে পুনর্নির্বাচনের দিন আলি হোসেন মণ্ডল প্রকাশকে এ ডি এম গোপালিকার কাছে নিয়ে যান। প্রকাশ আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, তিনি শিক্ষিত বেকার যুবক, সামান্য টিউশনিই তার ভরসা। এমতাবস্থায় তার নিরাপত্তা প্রশাসন কিভাবে দেবেন সেটা তিনি নিজেও জানেন না। খবরে প্রকাশ, এর পূর্বেও ভোটে এজেন্ট থাকার অপরাধে প্রকাশ সিপিএম কর্মীদের হাতে প্রহৃত হন।

এবারের জঙ্গিপুরের সাংসদ (১ম পৃষ্ঠার পর)

কখনও স্থানীয় বাস্তুচ্যুত অধিবাসীদের চাকরীর দাবীতে তিনি সবর হয়েছেন। ফরাক্কা ব্যারেজেরও নানা শ্রমিক আন্দোলনে তাকে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সময়ে চাকরির ডাক এলেও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের উত্তপ্ত আকর্ষণে হাসনাৎ খান সর্বক্ষণের রাজনীতিবিদ্ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৭৭ থেকে ৯৬ পর্যন্ত ছিলেন ফরাক্কার বিধায়ক। সে সময়ে করেছেন ফরাক্কায় কলেজ। বর্তমানে সিপিএম জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সিটু সভাপতি আগামী পাঁচ বছরের জন্য লোকসভায় এই অঞ্চলের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলেন।

প্রাণী-সম্পদ সুরক্ষায় গুজবে কান দেবেন না

অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক ইঞ্জেকশন যেমিলিন দেওয়া বন্ধ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কিছু ব্লকে গরু মহিষের লেজ ফুলে যাচ্ছে। পায়ের সংযুক্ত-স্থল ফুলে যাচ্ছে। তারা হাঁটতে পারছে না। পরবর্তী পর্যায়ে ফোলা জায়গায় 'ঘা' হচ্ছে। রোগটি পরজীবী ঘটিত নয়। অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক ইঞ্জেকশন দেওয়া বন্ধ করুন। এবং অবিলম্বে প্রাণী সম্পদ রক্ষার স্বার্থে নিম্নলিখিত সাবধানতাগুলি অবলম্বন করুন :—

১। গরু মহিষ অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসকের ও বি, এল, ডি, ও-এর পরামর্শ নিন।

২। অবিলম্বে নতুন খড় খাওয়ানো বন্ধ করুন—মাত্র দু'মাসের জন্যে। ইতিমধ্যে নতুন খড়গুলো রৌদ্রে শুকিয়ে নিন।

৩। জলা জায়গায় গবাদি পশু চরাবেন না।

৪। গন্ধযুক্ত পচা ভুষি বা দানা খাওয়াবেন না।

৫। ক্ষত স্থানে মাছি বসা বন্ধ করার জন্য মলম (হিম্যাক্স চারমিন) লাগাতে পারেন।

৬। নির্জমজল এবং অ্যান্টিহিসটামেনিক ইঞ্জেকশন করলে সুফল পাবেন।

৭। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দিয়ে মলমটি তৈরী করে দিনে তিনবার লাগাবেন :—

ক) স্যালিসিলিক অ্যাসিড—৫ গ্রাম
খ) বেলজয়িড অ্যাসিড—৫ গ্রাম
গ) সালফার সাবলাইম—১০ গ্রাম
ঘ) বেলোসাইট ফোর্ট (১০০ এম জি) ২০ ট্যাবলেট
ঙ) লিভামিজন পাউডার—৮ গ্রাম
চ) ইউক্যালিপটাস তেল—৫ এম, এল
ছ) ভেসলিন—১০০ গ্রাম

দেশের প্রাণী-সম্পদ রক্ষা করুন জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করুন।

Memo No. 573 (29) / Inf./Msd. Dated 31. 12. 97

জায়গা ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটের নিকট বিড়ি ফ্যাক্টরী বা অন্য কোন কারখানার জন্য গোডাউনসমেত জায়গা ভাড়া পাওয়া যাবে। যোগাযোগের স্থান—অলোক সাহা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ফোন ০৩৪৮৩—৬৬১০৬ (২) ডাঃ সুরজিৎ সাহা, মিশন কম্পাউণ্ড, বোলপুর, বীরভূম ফোন ০৩৪৬৩—৫৪৩৭৫

জায়গাসহ গোডাউন বিক্রয়

মঙ্গলজনে ৩৪নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন শ্যাম বিড়ি ফ্যাক্টরীর দক্ষিণে ১১ শতক জায়গাসহ একটি গোডাউন বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন—বনমালী রায়, মঙ্গলজন, পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ৬৬০২৬

ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট হারাইয়াছে

গত ৭ ফেব্রুয়ারী গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, আহিরণ শাখার একটি নয় হাজার টাকা মূল্যের আর আই পি সার্টিফিকেট (No. F/D 598) রাস্তায় হারাইয়া গিয়াছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি উহা পাইয়া থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।
শ্রীদীনবন্ধু দাস, সাং বাঙ্গাবাড়ী, পোঃ আলমপুর (ভায়া জঙ্গিপুর ব্যারেজ) মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ / সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ : ৪নং ফরম ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্যালয়, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিঃ (পঃ বঃ)। ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—সাপ্তাহিক। ৩,৪,৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান চাউলপট্টী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিঃ (পঃ বঃ)। ৬। এই সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা-অনুত্তম পণ্ডিত, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)।

আমি অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ অনুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক
রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা মার্চ ১৯৯৮

ব্যাঙ্কের কুপন হারিয়েগেছে

গত ৩রা মার্চ গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সম্মতিনগর শাখার মিনি ডিপোজিটের কিছু কুপন জঙ্গিপুর বরজ এলাকা থেকে হারিয়ে গেছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পেলে নীচের ঠিকানায় যোগযোগ করলে উপকৃত হ'ব।

কুপনের বিবরণ—১০০ টাকার ৪৭০৮২—৪৭০৮৫—৪ খানা, ৫০ টাকার ৬৫৭৭১—৬৫৭৮৫ ১৫ খানা, ২০ টাকার ২১২৫২৬—২১২৫৪৫—২০ খানা।
দিলীপকুমার হালদার, সাহাজাদপুর তালতলা, পোঃ সম্মতিনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্ত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।